bdnews24.com
Bangladesh's First Internet Newspaper

March-25

গণপরিবহনে ধূমপান বন্ধে চলবে ভ্রাম্যমাণ আদালত

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক, **বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম**

Published: 25 Mar 2019 08:29 PM BdST **Updated:** 25 Mar 2019 08:29 PM BdST

PreviousNext

প্রায় আড়াই কোটি মানুষ গণপরিবহনে পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হচ্ছেন- এমন তথ্য পাওয়ার পর ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)।

সোমবার বনানীতে বিআরটিএ কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে ঢাকা আহছানিয়া মিশনের সঙ্গে এক যৌথ সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়।

ওই সভায় গ্লোবাল অ্যাডাল্ট টোব্যাকো সার্ভের (গেটস) প্রতিবেদনের ভিত্তিতে গণপরিবহনে ধূমপানের একটি চিত্র তুলে ধরা হয়। পরে বিআরটিএ-এর চেয়ারম্যান মো. মশিয়ার রহমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে গণপরিবহনে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার সিদ্ধান্ত জানান। ২০১৭ সালে প্রকাশিত গেটসের ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশে 'পাবলিক প্লেসে' ধূমপান নিষিদ্ধ হওয়ার পরও প্রতিবছর গণপরিবহনে যাতায়াতের সময় প্রায় আড়াই কোটি মানুষ পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হচ্ছেন।বর্তমান আইন অনুযায়ী, 'পাবলিক প্লেসে' ও 'পাবলিক পরিবহনে' ধূমপানের জরিমানা ৩০০ টাকা। পাবলিক প্লেস ও পরিবহন ধূমপানমুক্ত রাখতে না পারলে মালিক বা ব্যবস্থাপকদের জরিমানা হবে ৫০০ টাকা। আর 'পাবলিক প্লেস' বা 'পাবলিক পরিবহনে' ধূমপানমুক্ত এলাকার সাইন বা সতর্কবার্তা দেওয়া না থাকলে জরিমানা হবে এক হাজার টাকা।বিআরটিএ চেয়ারম্যান বলেন, অভিযান শুরুর আগে সচেতনতার অংশ হিসাবে ধূমপানের ক্ষতিকর দিক তুলে ধরে আগামী দুই মাসের মধ্যে পরিবহনে সতর্কবার্তা দেখানোর ব্যবস্থা করা হবে। বিআরটিএ-এর পরিচালক (প্রশিক্ষণ) মো. সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে এই যৌথসভায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাবেক অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ রুহুল কুদ্দুস, ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস-এর গ্র্যান্ডস ম্যানেজার আব্দুস সালাম মিঞাঁ, ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের প্রধান ইকবাল মাসুদসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।।ঢাকা আহছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক ও তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের সমন্বয়কারী মো. মোখলেছুর রহমান সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

https://bangla.bdnews24.com/bangladesh/article1606024.bdnews

March-25

তামাক নিয়ন্ত্রণে সড়ক পরিবহনে নিয়মিত অভিযানের ঘোষণা

হাসান মাহামুদ *: রাইজিংবিডি ডট কম*

প্রকাশ: ২০১৯-০৩-২৫ ৮:১৬:২০ পিএম || আপডেট: ২০১৯-০৩-২৬ ৮:২১:৩৫ এএম

নিজস্ব প্রতিবেদক : তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে নিয়মিতভাবে সড়ক পরিবহনে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার ঘোষণা দিয়েছেন বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআরটিএ) চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব) মো. মশিয়ার রহমান।তিনি বলেন, এর আগে আগামী দুই মাসের মধ্যে সকল সড়ক পরিবহনে ধূমপানমুক্ত সাইনেজ প্রদর্শনের নির্দেশ প্রদান করা হবে।পাবলিক পরিবহনে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইনের যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষে বিআরটিএ এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের যৌথ উদ্যোগে সোমবার বিআরটিএর সদর কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার প্রধান অতিথির বক্তব্যে সংস্থাটির চেয়ারম্যান এসব কথা বলেন।সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিচালক (প্রশিক্ষণ) মো. সিরাজুল ইসলাম। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাবেক অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ রুহুল কুদ্দুস, ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস-এর গ্র্যান্ড'স ম্যানেজার আব্দুস সালাম মিঞাঁ এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের প্রধান ইকবাল মাসুদ।সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক ও তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের সমন্বয়কারী মো. মোখলেছুর রহমান।সারা বিশ্বে সমন্বিতভাবে তামাক নিয়ন্ত্রণ ও তামাকের ব্যবহার কমিয়ে আনার লক্ষে ২০০৩ সালে এফসিটিসি চুক্তি অনুমোদিত হয়। বাংলাদেশ এই চুক্তির স্বাক্ষরকারী দেশ এবং এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ২০০৫ সালে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন প্রণয়ন করে ও ২০১৩ সালে উক্ত আইনের বিভিন্ন দূর্বল দিক বিবেচনায় নিয়ে তা সংশোধন করে। সংশোধিত আইনে পাবলিক প্লেসে ও পরিবহনে ধূমপানের জরিমানা ৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩০০ টাকা করা হয়েছে। এমনকি পাবলিক প্লেস ও পরিবহনের মালিক বা ম্যানেজাররা তাদের পাবলিক প্লেস ও পরিবহনকে ধূমপানমুক্ত রাখতে না পারলে তার জন্য ৫০০ টাকা জরিমানার এবং ধূমপানমুক্ত সাইনেজ না থাকলে এক হাজার টাকা জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে।আইন অনুযায়ী পাবলিক পরিবহনে ধূমপান নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পরিচালিত জিএটিএস ২০১৭ অনুসারে ২ কোটি ৫০ রাখ বা ৪৪ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ গণপরিবহনে যাতায়াতের সময় পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হন। যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে আইন সম্পর্কে সচেতনতা কম, তামাকজাত প্যণ্যের ব্যাপক প্রচার, তামাকজাত দ্রব্যের সহজলভ্যতা এবং সর্বোপরি আইনের সঠিক ও যথাযথ বাস্তবায়ন তুলনামূলক স্বল্প।উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এরই মধ্যে ঘোষণা দিয়েছেন আগামী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে ধূমপানমুক্ত দেশ হিসেবে গড়ে তুলবেন।

http://www.risingbd.com/national-news/292915

অমৃতবাজার পত্রিকা

March-25

তামাক নিয়ন্ত্রণে নিয়মিত ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালিত হবে

অমৃতবাজার রিপোর্ট

প্রকাশিত: ০৭:১৫ পিএম, ২৫ মার্চ ২০১৯, সোমবার

পাবলিক পরিবহনে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এর যৌথ উদ্দ্যোগে আজ ২৫ মার্চ ২০১৯, সোমবার বেলা ১১.৩০মিনিট বিআরটিএর সদর কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভার প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিআরটিএ'র চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব) মোঃ মশিয়ার রহমান বলেন, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে সড়ক পরিবহনে নিয়মিত ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালিত হবে। তিনি আরো বলেন এর আগে আগামী দু'মাসের মধ্যে সকল সড়ক পরিবহনে ধূমপান মুক্ত সাইনেজ প্রদর্শনের নির্দেশ প্রদান করা হবে। সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিচালক (প্রশিক্ষণ) মো: সিরাজুল ইসলাম, আরোও উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাবেক অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ রুহুল কুদ্দুস, ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস-এর গ্র্যান্ড'স ম্যানেজার আব্দুস সালাম মিঞাঁ এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের প্রধান ইকবাল মাসুদ। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক ও তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের সমন্বয়কারী মো: মোখলেছুর রহমান। সারা বিশ্বে সমন্বিতভাবে তামাক নিয়ন্ত্রণ ও তামাকের ব্যবহার কমিয়ে আনার লক্ষে ২০০৩ সালে Framework convention on Tobacco control(FCTC) চুক্তি অনুমোদিত হয়। বাংলাদেশ এই চুক্তির স্বাক্ষরকারী দেশ এবং এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ২০০৫ সালে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন প্রণয়ন করে ও ২০১৩ সালে উক্ত আইনের বিভিন্ন দূর্বল দিক বিবেচনায় নিয়ে তা সংশোধন করে। সংশোধিত আইনে পাবলিক প্লেসে ও পরিবহনে ধূমপানের জরিমানা ৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩০০/- টাকা করা হয়েছে। এমনকি পাবলিক প্লেস ও পরিবহনের মালিক/ ম্যানেজারগণ তাদের পাবলিক প্লেস ও পরিবহনকে ধূমপানমুক্ত রাখতে না পারলে তার জন্য ৫০০/- টাকা জরিমানার এবং ধূমপানমুক্ত সাইনেজ না থাকলে ১০০০/- টাকা জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে। আইন অনুযায়ী পাবলিক পরিবহনে ধূমপান নিষিদ্ধ হওয়া সত্তে¡ও বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পরিচালিত Global adult Tobacco Survey(GATS) 2017 অনুসারে ২ কোটি ৫০ লক্ষ (৪৪%) প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ গণপরিবহনে যাতায়াতের সময় পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হন, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে আইন সম্পর্কে সচেতনতা কম, তামাকজাত প্যণ্যের ব্যাপক প্রচারনা, তামাকজাত দ্রব্যের সহজলভ্যতা এবং সর্বপরি আইনের সঠিক ও যথাযথ বাস্তবায়ন তুলনামূলক স্বল্প। উল্লেখ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষনা করেন আগামি ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে ধূমপানমুক্ত দেশ হিসেবে গড়ে তুলবেন।

http://www.amritabazar.com/bangladesh/news/68004/তামাক-নিয়ন্ত্রণে-নিয়মিত-ভ্রাম্যমান-আদালত-পরিচালিত-হবে

ব্যবসা বাণিজ্যের দৈনিক
আজকের বাজার

March-26

‘তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে নিয়মিত ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালিত হবে সড়ক পরিবহনে’

আজকের বাজার | মার্চ ২৬, ২০১৯ ১০:৪৮

পাবলিক পরিবহনে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন এর যথাযথ বা ি বায়নের লক্ষে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) ও ঢাকা আহছানিয়া মিশন এর যৌথ উদ্দ্যোগে আজ ২৫ মার্চ ২০১৯, সোমবার বেলা ১১.৩০মিনিট বিআরটিএর সদর কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিআরটিএ’র চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব) মোঃ মশিয়ার রহমান, তিনি বলেন, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্বাতবায়নে নিয়মিত ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালিত হবে সড়ক পরিবহনে । তিনি আরো বলেন এর আগে আগামী দু’মাসের মধ্যে সকল সড়ক পরিবহনে ধূমপান মুক্ত সাইনেজ প্রদর্শনের নির্দেশ প্রদান করা হবে। সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিচালক (প্রশিক্ষণ) মো: সিরাজুল ইসলাম, আরোও উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাবেক অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ রুহুল কুদ্দুস, ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস-এর গ্র্যান্ড’স ম্যানেজার আব্দুস সালাম মিঞাঁ এবং ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের প্রধান ইকবাল মাসুদ। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা আহছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক ও তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের সমন্বয়কারী মো: মোখলেছুর রহমান। সারা বিশ্বে সমন্বিতভাবে তামাক নিয়ন্ত্রণ ও তামাকের ব্যবহার কমিয়ে আনার লক্ষে ২০০৩ সালে Framework convention on Tobacco control(FCTC) চুক্তি অনুমোদিত হয়। বাংলাদেশ এই চুক্তির সাক্ষরকারী দেশ এবং এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ২০০৫ সালে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন প্রণয়ন করে ও ২০১৩ সালে উক্ত আইনের বিভিন্ন দূর্বল দিক বিবেচনায় নিয়ে তা সংশোধন করে। সংশোধিত আইনে পাবলিক প্লেসে ও পরিবহনে ধূমপানের জরিমানা ৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩০০/- টাকা করা হয়েছে। এমনকি পাবলিক প্লেস ও পরিবহনের মালিক/ ম্যানেজারগণ তাদের পাবলিক প্লেস ও পরিবহনকে ধূমপানমুক্ত রাখতে না পারলে তার জন্য ৫০০/- টাকা জরিমানার এবং ধূমপানমুক্ত সাইনেজ না থাকলে ১০০০/- টাকা জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে। আইন অনুযায়ী পাবলিক পরিবহনে ধূমপান নিষিদ্ধ হওয়া সত্তে¡ও বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পরিচালিত Global adult Tobacco Survey(GATS) 2017 অনুসারে ২ কোটি ৫০ লাখ (৪৪%) প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ গণপরিবহনে যাতায়াতের সময় পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হন, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে আইন সম্পর্কে সচেতনতা কম, তামাকজাত প্যণ্যের ব্যাপক প্রচারনা, তামাকজাত দ্রব্যের সহজলভ্যতা এবং সর্বপরি আইনের সঠিক ও যথাযথ বাস্তবায়ন তুলনামূলক স্বল্প। উলেøখ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষনা করেন আগামি ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে ধূমপানমুক্ত দেশ হিসেবে গড়ে তুলবেন।

https://www.ajkerbazzar.com/তামাক-নিয়ন্ত্রণ-আইন-বাস/98944

আলোকিত বাংলাদেশ
March-26

তামাক নিয়ন্ত্রণে সড়ক পরিবহনে নিয়মিত ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হবে

বললেন বিআরটিএ চেয়ারম্যান

মঙ্গলবার, মার্চ ২৬, ২০১৯ ১২:০০:০০ AM,

পাবলিক পরিবহনে ধূমপান ও তামাকজাতদ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইনের যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের যৌথ উদ্যোগে সোমবার বেলা সাড়ে ১১টায় বিআরটিএ'র সদর কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি বিআরটিএ'র চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব) মো. মশিয়ার রহমান বলেন, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে নিয়মিত ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হবে সড়ক পরিবহনে। তিনি বলেন, এর আগে আগামী দুই মাসের মধ্যে সব সড়ক পরিবহনে ধূমপানমুক্ত সাইনেজ প্রদর্শনের নির্দেশ দেওয়া হবে। পরিচালক (প্রশিক্ষণ) মো. সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাবেক অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ রুহুল কুদ্দুস, ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস-এর গ্র্যান্ড'স ম্যানেজার আব্দুস সালাম মিঞা এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের প্রধান ইকবাল মাসুদ। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক ও তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের সমন্বয়কারী মো. মোখলেছুর রহমান। সারা বিশ্বে সমন্বিতভাবে তামাক নিয়ন্ত্রণ ও তামাকের ব্যবহার কমিয়ে আনার লক্ষ্যে ২০০৩ সালে ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোবাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি) চুক্তি অনুমোদিত হয়। বাংলাদেশ এ চুক্তির স্বাক্ষরকারী দেশ এবং এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ২০০৫ সালে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন প্রণয়ন করে ও ২০১৩ সালে ওই আইনের বিভিন্ন দুর্বল দিক বিবেচনায় নিয়ে তা সংশোধন করে। সংশোধিত আইনে পাবলিক প্লেসে ও পরিবহনে ধূমপানের জরিমানা ৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩০০ টাকা করা হয়েছে। এমনকি পরিবহনের মালিক বা ম্যানেজাররা তাদের পাবলিক প্লেস ও পরিবহনকে ধূমপানমুক্ত রাখতে না পারলে তার জন্য ৫০০ টাকা জরিমানা এবং ধূমপানমুক্ত সাইনেজ না থাকলে এক হাজার টাকা জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে। আইন অনুযায়ী পাবলিক পরিবহনে ধূমপান নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পরিচালিত গ্লোবাল এডাল্ট টোবাকো সার্ভে (জিএটিএস) ২০১৭ অনুসারে আড়াই কোটি (৪৪ শতাংশ) প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ গণপরিবহনে যাতায়াতের সময় পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হন, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে আইন সম্পর্কে সচেতনতা কম, তামাকজাত প্যাণ্যের ব্যাপক প্রচারণা, তামাকজাত দ্রব্যের সহজলভ্যতা এবং সর্বোপরি আইনের সঠিক ও যথাযথ বাস্তবায়ন তুলনামূলক স্বল্প। প্রসঙ্গত, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা দিয়েছেন ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে ধূমপানমুক্ত দেশ হিসেবে গড়ে তুলবেন।

http://www.alokitobangladesh.com/todays/details/292766/2019/03/26

priyo.com

March-25

ধূমপান বন্ধে গণপরিবহনে অভিযান চালাবে ভ্রাম্যমাণ আদালত

গণপরিবহনে পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হচ্ছেন কোটি কোটি মানুষ- এমন তথ্য পাওয়ার পর ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)।

আমিনুল ইসলাম মল্লিক
নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ২৫ মার্চ ২০১৯, ২২:০১ আপডেট: ২৫ মার্চ ২০১৯, ২২:০৩

গণপরিবহনে ধুমপান বন্ধের বিষয়ে বিআরটিএর কর্মকর্তাদের সংবাদ সম্মেলন। ছবি: সংগৃহীত

(প্রিয়.কম) গণপরিবহনে পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হচ্ছেন কয়েক কোটি মানুষ- এমন তথ্য পাওয়ার পর ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ(বিআরটিএ)।২৫ মার্চ, সোমবার বনানীতে বিআরটিএ কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে ঢাকা আহছানিয়া মিশনের সঙ্গে এক যৌথ সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়।ওই সভায় গ্লোবাল অ্যাডাল্ট টোব্যাকো সার্ভের (গেটস) প্রতিবেদনের ভিত্তিতে গণপরিবহনে ধূমপানের একটি চিত্র তুলে ধরা হয়। পরে বিআরটিএ-এর চেয়ারম্যান মো. মশিয়ার রহমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে গণপরিবহনে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার সিদ্ধান্ত জানান। ২০১৭ সালে প্রকাশিত গেটসের ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশে ‘পাবলিক প্লেসে’ ধূমপান নিষিদ্ধ হওয়ার পরও প্রতিবছর গণপরিবহনে যাতায়াতের সময় প্রায় আড়াই কোটি মানুষ পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হচ্ছেন।বর্তমান আইন অনুযায়ী, ‘পাবলিক প্লেসে’ ও ‘পাবলিক পরিবহনে’ ধূমপানের জরিমানা ৩০০ টাকা। পাবলিক প্লেস ও পরিবহন ধূমপানমুক্ত রাখতে না পারলে মালিক বা ব্যবস্থাপকদের জরিমানা হবে ৫০০ টাকা। আর ‘পাবলিক প্লেস’ বা ‘পাবলিক পরিবহনে’ ধূমপানমুক্ত এলাকার সাইন বা সতর্কবার্তা দেওয়া না থাকলে জরিমানা হবে ১ হাজার টাকা।বিআরটিএ চেয়ারম্যান বলেন, ‘অভিযান শুরুর আগে সচেতনতার অংশ হিসাবে ধূমপানের ক্ষতিকর দিক তুলে ধরে আগামী দুই মাসের মধ্যে পরিবহনে সতর্কবার্তা দেখানোর ব্যবস্থা করা হবে।’ বিআরটিএ-এর পরিচালক (প্রশিক্ষণ) মো. সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে এই যৌথসভায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাবেক অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ রুহুল কুদ্দুস, ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস-এর গ্র্যান্ডস ম্যানেজার আব্দুস সালাম মিঞাঁ, ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের প্রধান ইকবাল মাসুদসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।।

প্রিয় সংবাদ/কামরুল

https://www.priyo.com/articles/20190325352258

অপরাধ বিচিত্রা

March-27

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে নিয়মিত ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালিত হবে সড়ক পরিবহনে-বিআরটিএ

পাবলিক পরিবহনে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এর যৌথ উদ্দ্যোগে আজ ২৫ মার্চ ২০১৯, সোমবার বেলা ১১.৩০মিনিট বিআরটিএর সদর কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিআরটিএ'র চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব) মোঃ মশিয়ার রহমান। তিনি বলেন, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে নিয়মিত ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালিত হবে সড়ক পরিবহনে । তিনি আরো বলেন এর আগে আগামী দু'মাসের মধ্যে সকল সড়ক পরিবহনে ধূমপান মুক্ত সাইনেজ প্রদর্শনের নির্দেশ প্রদান করা হবে। সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিচালক (প্রশিক্ষণ) মো: সিরাজুল ইসলাম, আরোও উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাবেক অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ রুহুল কুদ্দুস, ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস-এর গ্র্যান্ড'স ম্যানেজার আব্দুস সালাম মিঞাঁ এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের প্রধান ইকবাল মাসুদ। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক ও তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের সমন্বয়কারী মো: মোখলেছুর রহমান।

সারা বিশ্বে সমন্বিতভাবে তামাক নিয়ন্ত্রণ ও তামাকের ব্যবহার কমিয়ে আনার লক্ষ্যে ২০০৩ সালেFramework convention on Tobacco cont ()চুক্তি অনুমোদিত হয়। বাংলাদেশ এই চুক্তির স্বাক্ষরকারী দেশ এবং এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ২০০৫ সালে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন প্রণয়ন করে ও ২০১৩ সালে উক্ত আইনের বিভিন্ন দূর্বল দিক বিবেচনায় নিয়ে তা সংশোধন করে। সংশোধিত আইনে পাবলিক প্লেসে ও পরিবহনে ধূমপানের জরিমানা ৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩০০/- টাকা করা হয়েছে। এমনকি পাবলিক প্লেস ও পরিবহনের মালিক/ ম্যানেজারগণ তাদের পাবলিক প্লেস ও পরিবহনকে ধূমপানমুক্ত রাখতে না পারলে তার জন্য ৫০০/- টাকা জরিমানার এবং ধূমপানমুক্ত সাইনেজ না থাকলে ১০০০/- টাকা জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে। আইন অনুযায়ী পাবলিক পরিবহনে ধূমপান নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পরিচালিত Global adult tobacco survey(GATS) 2017 অনুসারে ২ কোটি ৫০ লক্ষ (৪৪%) প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ গণপরিবহনে যাতায়াতের সময় পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হন, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে আইন সম্পর্কে সচেতনতা কম, তামাকজাত প্যণ্যের ব্যাপক প্রচারনা, তামাকজাত দ্রব্যের সহজলভ্যতা এবং সর্বপরি আইনের সঠিক ও যথাযথ বাস্তবায়ন তুলনামূলক স্বল্প। উল্লেখ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষনা করেন আগামি ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে ধূমপানমুক্ত দেশ হিসেবে গড়ে তুলবেন।

https://aparadhbichitra.com/news/2019/03/27/তামাক-নিয়ন্ত্রণ-আইন-বাস্-2/

জাগোবাহে 24

March-25

নিয়মিত ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালিত হবে সড়ক পরিবহনে-বিআরটিএ

মার্চ ২৫, ২০১৯ ১২:৫৬ অপরাহ্ণ 0 commentsViews: 6 ·

পাবলিক পরিবহনে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এর যৌথ উদ্দ্যোগে আজ ২৫ মার্চ ২০১৯, সোমবার বেলা ১১.৩০মিনিট বিআরটিএর সদর কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিআরটিএ'র চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব) মোঃ মশিয়ার রহমান, তিনি বলেন, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে নিয়মিত ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালিত হবে সড়ক পরিবহনে । তিনি আরো বলেন এর আগে আগামী দু'মাসের মধ্যে সকল সড়ক পরিবহনে ধূমপান মুক্ত সাইনেজ প্রদর্শনের নির্দেশ প্রদান করা হবে। সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিচালক (প্রশিক্ষণ) মো: সিরাজুল ইসলাম, আরোও উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাবেক অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ রুহুল কুদ্দুস, ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস-এর গ্র্যান্ড'স ম্যানেজার আব্দুস সালাম মিঞাঁ এবং ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের প্রধান ইকবাল মাসুদ। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা আহছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক ও তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের সমন্বয়কারী মো: মোখলেছুর রহমান। সারা বিশ্বে সমন্বিতভাবে তামাক নিয়ন্ত্রণ ও তামাকের ব্যবহার কমিয়ে আনার লক্ষে ২০০৩ সালে Framework convention on Tobacco control(FCTC) চুক্তি অনুমোদিত হয়। বাংলাদেশ এই চুক্তির স্বাÿরকারী দেশ এবং এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ২০০৫ সালে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন প্রণয়ন করে ও ২০১৩ সালে উক্ত আইনের বিভিন্ন দূর্বল দিক বিবেচনায় নিয়ে তা সংশোধন করে। সংশোধিত আইনে পাবলিক প্লেসে ও পরিবহনে ধূমপানের জরিমানা ৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩০০/- টাকা করা হয়েছে। এমনকি পাবলিক প্লেস ও পরিবহনের মালিক/ ম্যানেজারগণ তাদের পাবলিক প্লেস ও পরিবহনকে ধূমপানমুক্ত রাখতে না পারলে তার জন্য ৫০০/- টাকা জরিমানার এবং ধূমপানমুক্ত সাইনেজ না থাকলে ১০০০/- টাকা জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে। আইন অনুযায়ী পাবলিক পরিবহনে ধূমপান নিষিদ্ধ হওয়া সত্তে¡ও বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পরিচালিত Global adult Tobacco Survey(GATS) 2017 অনুসারে ২ কোটি ৫০ লÿ (৪৪%) প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ গণপরিবহনে যাতায়াতের সময় পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হন, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে আইন সম্পর্কে সচেতনতা কম, তামাকজাত প্যণ্যের ব্যাপক প্রচারনা, তামাকজাত দ্রব্যের সহজলভ্যতা এবং সর্বপরি আইনের সঠিক ও যথাযথ বাস্তবায়ন তুলনামূলক স্বল্প। উল্লেখ্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষনা করেন আগামি ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে ধূমপানমুক্ত দেশ হিসেবে গড়ে তুলবেন।

http://www.jagobahe24.com/?p=94320

দি ক্রাইম
অপরাধ দমনে সহায়ক
একটি মাস মিডিয়া প্রকাশনা

March-25

নিয়মিত ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালিত হবে সড়ক পরিবহনে-বিআরটিএ

২৫ মার্চ ২০১৯ | ১৯:৫৫ | নিজস্ব প্রতিবেদক

ক্রাইম প্রতিবেদকঃ পাবলিক পরিবহনে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) ও ঢাকা আহছানিয়া মিশন এর যৌথ উদ্দ্যোগে আজ ২৫ মার্চ সোমবার বেলা ১১.৩০মিনিট বিআরটিএর সদর কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভার প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিআরটিএ'র চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব) মোঃ মশিয়ার রহমান।

তিনি বলেন, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে নিয়মিত ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালিত হবে সড়ক পরিবহনে ।

তিনি আরো বলেন, এর আগে আগামী দু'মাসের মধ্যে সকল সড়ক পরিবহনে ধূমপান মুক্ত সাইনেজ প্রদর্শনের নির্দেশ প্রদান করা হবে। সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিচালক (প্রশিক্ষণ) মো: সিরাজুল ইসলাম, আরোও উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাবেক অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ রুহুল কুদ্দুস, ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস-এর গ্র্যান্ড'স ম্যানেজার আব্দুস সালাম মিঞাঁ এবং ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের প্রধান ইকবাল মাসুদ। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা আহছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক ও তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের সমন্বয়কারী মো: মোখলেছুর রহমান। সারা বিশ্বে সমন্বিতভাবে তামাক নিয়ন্ত্রণ ও তামাকের ব্যবহার কমিয়ে আনার লক্ষ্যে ২০০৩ সালে Framework convention on Tobacco control(FCTC) চুক্তি অনুমোদিত হয়। বাংলাদেশ এই চুক্তির স্বাক্ষরকারী দেশ এবং এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ২০০৫ সালে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন প্রণয়ন করে ও ২০১৩ সালে উক্ত আইনের বিভিন্ন দূর্বল দিক বিবেচনায় নিয়ে তা সংশোধন করে। সংশোধিত আইনে পাবলিক প্লেসে ও পরিবহনে ধূমপানের জরিমানা ৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩০০/- টাকা করা হয়েছে। এমনকি পাবলিক প্লেস ও পরিবহনের মালিক/ ম্যানেজারগণ তাদের পাবলিক প্লেস ও পরিবহনকে ধূমপানমুক্ত রাখতে না পারলে তার জন্য ৫শ টাকা জরিমানার এবং ধূমপানমুক্ত সাইনেজ না থাকলে ১হাজার টাকা জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে। আইন অনুযায়ী পাবলিক পরিবহনে ধূমপান নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পরিচালিত Global adult tobacco survey(GATS) ২০১৭ অনুসারে ২ কোটি ৫০ লক্ষ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ গণপরিবহনে যাতায়াতের সময় পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হন, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক।এর অন্যতম কারণ হচ্ছে আইন সম্পর্কে সচেতনতা কম, তামাকজাত প্যণ্যের ব্যাপক প্রচারনা, তামাকজাত দ্রব্যের সহজলভ্যতা এবং সর্বপরি আইনের সঠিক ও যথাযথ বাস্তবায়ন তুলনামূলক স্বল্প। উল্লেখ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষনা করেন আগামি ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে ধূমপানমুক্ত দেশ হিসেবে গড়ে তুলবেন।

http://www.thecrimebd.com/news/69199.detail

বরিশাল রিপোর্ট.কম
সত্যের কলমে আমাদের হাতে
www.barisalreport.com

March-25

প্রকাশ : মার্চ ২৫, ২০১৯ , ৬:০৫ অপরাহ্ণ

তামাক নয়িন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে নিয়মিত ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালিত হবে সড়ক পরিবহনে-বিআরটিএ

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি// পাবলকি পরবিহনে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নয়িন্ত্রণ) আইন এর যথাযথ বাস্তবায়নরে লক্ষে বাংলাদশে সড়ক পরবিহন র্কতৃপক্ষ (বআিরটএি) ও ঢাকা আহ্ছানয়িা মশিন এর যৌথ উদ্দ্যোগে আজ ২৫ র্মাচ ২০১৯, সোমবার বলো ১১.৩০মনিটি বআিরটএির সদর র্কাযালয়রে সম্মলেন কক্ষে এক সভা অনুষ্ঠতি হয়। সভার প্রধান অতথিি হসিাবে উপস্থতি ছলিনে বআিরটএি'র চয়োরম্যান (অতরিক্তি সচবি) মোঃ মশয়িার রহমান তনিি বলনে, তামাক নয়িন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে নয়িমতি ভ্রাম্যমান আদালত পরচিালতি হবে সড়ক পরবিহনে । তনিি আরো বলনে এর আগে আগামী দু'মাসরে মধ্যে সকল সড়ক পরবিহনে ধূমপান মুক্ত সাইনজে প্রর্দশনরে নর্দিশে প্রদান করা হবে।সভায় সভাপতত্বি করনে পরচিালক (প্রশক্ষিণ) মো: সরিাজুল ইসলাম, আরোও উপস্থতি ছলিনে স্বাস্থ্য ও পরবিার কল্যাণ মন্ত্রণালয়রে সাবকে অতরিক্তি সচবি মোহাম্মদ রুহুল কুদ্দুস, ক্যাম্পইেন ফর টোব্যাকো ফ্রি কভিস-এর গ্র্যান্ড'স ম্যানজোর আব্দুস সালাম মঞ্রিাঁ এবং ঢাকা আহছানয়িা মশিনরে স্বাস্থ্য সক্টেররে প্রধান ইকবাল মাসুদ। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করনে ঢাকা আহছানয়িা মশিনরে সহকারী পরচিালক ও তামাক নয়িন্ত্রণ প্রকল্পরে সমন্বয়কারী মো: মোখলছেুর রহমান। সারা বশি্বে সমন্বতিভাবে তামাক নয়িন্ত্রণ ও তামাকের ব্যবহার কমিয়ে আনার লক্ষে ২০০৩ সালে Framework convention on Toba () চুক্তি অনুমোদিত হয়। বাংলাদেশ এই চুক্তির স্বাÿরকারী দেশ এবং এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ২০০৫ সালে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন প্রণয়ন করে ও ২০১৩ সালে উক্ত আইনের বিভিন্ন দূর্বল দিক বিবেচনায় নিয়ে তা সংশোধন করে। সংশোধিত আইনে পাবলিক প্লেসে ও পরিবহনে ধূমপানের জরিমানা ৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩০০/- টাকা করা হয়েছে। এমনকি পাবলিক প্লেস ও পরিবহনের মালিক/ ম্যানেজারগণ তাদের পাবলিক প্লেস ও পরিবহনকে ধূমপানমুক্ত রাখতে না পারলে তার জন্য ৫০০/- টাকা জরিমানার এবং ধূমপানমুক্ত সাইনেজ না থাকলে ১০০০/- টাকা জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে। আইন অনুযায়ী পাবলিক পরিবহনে ধূমপান নিষিদ্ধ হওয়া সত্তে¡ও বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পরিচালিত Global adult tobacco survey(GATS) 2017 অনুসারে ২ কোটি ৫০ লÿ (৪৪%) প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ গণপরিবহনে যাতায়াতের সময় পরোÿ ধূমপানের শিকার হন, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে আইন সম্পর্কে সচেতনতা কম, তামাকজাত প্যণ্যের ব্যাপক প্রচারনা, তামাকজাত দ্রব্যের সহজলভ্যতা এবং সর্বপরি আইনের সঠিক ও যথাযথ বা¯Íবায়ন তুলনামূলক স্বল্প। উলেøখ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষনা করেন আগামি ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে ধূমপানমুক্ত দেশ হিসেবে গড়ে তুলবেন।

https://www.barisalreport.com/তামাক-নয়িন্ত্রণ-আইন-বাস/

পরিবর্তনের অঙ্গিকার
নারদ বার্তা
www.naradbarta.com

March-25

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে বিআরটিএ'র বিশেষ উদ্যোগ

মার্চ ২৫, ২০১৯ নারদ বার্তা ০ Comments

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিঃ

পাবলিক পরিবহনে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ(বিআরটিএ) ও ঢাকা আহছানিয়া মিশন এর যৌথ উদ্দ্যোগে আজ ২৫ মার্চ ২০১৯, সোমবার বেলা ১১.৩০মিনিট বিআরটিএর সদর কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিআরটিএ'র চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব) মোঃ মশিয়ার রহমান। তিনি বলেন, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে নিয়মিত ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালিত হবে সড়ক পরিবহনে। তিনি আরো বলেন এর আগে আগামী দু'মাসের মধ্যে সকল সড়ক পরিবহনে ধূমপান মুক্ত সাইনেজ প্রদর্শনের নির্দেশ প্রদান করা হবে। সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিচালক (প্রশিক্ষণ) মো: সিরাজুল ইসলাম, আরও উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাবেক অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ রুহুল কুদ্দুস, ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস-এর গ্র্যান্ড'স ম্যানেজার আব্দুস সালাম মিঞাঁ এবং ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের প্রধান ইকবাল মাসুদ। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা আহছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক ও তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের সমন্বয়কারী মো: মোখলেছুর রহমান।সারা বিশ্বে সমন্বিতভাবে তামাক নিয়ন্ত্রণ ও তামাকের ব্যবহার কমিয়ে আনার লক্ষে ২০০৩ সালে () চুক্তি অনুমোদিত হয়। বাংলাদেশ এই চুক্তির স্বক্ষরকারী দেশ এবং এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ২০০৫ সালে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন প্রণয়ন করে ও ২০১৩ সালে উক্ত আইনের বিভিন্ন দূর্বল দিক বিবেচনায় নিয়ে তা সংশোধন করে। সংশোধিত আইনে পাবলিক প্লেসে ও পরিবহনে ধূমপানের জরিমানা ৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩০০/- টাকা করা হয়েছে। এমনকি পাবলিক প্লেস ও পরিবহনের মালিক/ ম্যানেজারগণ তাদের পাবলিক প্লেস ও পরিবহনকে ধূমপানমুক্ত রাখতে না পারলে তার জন্য ৫০০/- টাকা জরিমানার এবং ধূমপানমুক্ত সাইনেজ না থাকলে ১০০০/- টাকা জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে। আইন অনুযায়ী পাবলিক পরিবহনে ধূমপান নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পরিচালিত Global () অনুসারে ২ কোটি ৫০ লক্ষ (৪৪%) প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ গণপরিবহনে যাতায়াতের সময় পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হন, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে আইন সম্পর্কে সচেতনতা কম, তামাকজাত প্যণ্যের ব্যাপক প্রচারনা, তামাকজাত দ্রব্যের সহজলভ্যতা এবং সর্বোপরি আইনের সঠিক ও যথাযথ বাস্তবায়ন তুলনামূলক স্বল্প। উল্লেখ্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা করেন আগামি ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে ধূমপানমুক্ত দেশ হিসেবে গড়ে তুলবেন।

http://naradbarta.com/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A3-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D/

THE NARSINGDI TIMES
সবার আগে নির্ভুল খবর

March-25

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে: নিয়মিত ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালিত হবে সড়ক পরিবহনে

২৫ মার্চ ২০১৯, ০৬:২৮ পিএম | আপডেট: ২৭ মার্চ ২০১৯, ০৯:০৯ এএম

পাবলিক পরিবহনে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) ও ঢাকা আহছানিয়া মিশন এর যৌথ উদ্দ্যোগে আজ ২৫ মার্চ সোমবার বেলা ১১.৩০মিনিট বিআরটিএর সদর কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিআরটিএ'র চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব) মোঃ মশিয়ার রহমান, তিনি বলেন, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে নিয়মিত ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালিত হবে সড়ক পরিবহনে । তিনি আরো বলেন এর আগে আগামী দু'মাসের মধ্যে সকল সড়ক পরিবহনে ধূমপান মুক্ত সাইনেজ প্রদর্শনের নির্দেশ প্রদান করা হবে। সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিচালক (প্রশিক্ষণ) মো: সিরাজুল ইসলাম, আরোও উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাবেক অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ রুহুল কুদ্দুস, ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস-এর গ্র্যান্ড'স ম্যানেজার আব্দুস সালাম মিঞাঁ এবং ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের প্রধান ইকবাল মাসুদ। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা আহছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক ও তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের সমন্বয়কারী মো: মোখলেছুর রহমান। সারা বিশ্বে সমন্বিতভাবে তামাক নিয়ন্ত্রণ ও তামাকের ব্যবহার কমিয়ে আনার লক্ষে ২০০৩ সালে Framework convention on Tobacco control(FCTC) চুক্তি অনুমোদিত হয়। বাংলাদেশ এই চুক্তির স্বাক্ষরকারী দেশ এবং এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ২০০৫ সালে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন প্রণয়ন করে ও ২০১৩ সালে উক্ত আইনের বিভিন্ন দূর্বল দিক বিবেচনায় নিয়ে তা সংশোধন করে। সংশোধিত আইনে পাবলিক প্লেসে ও পরিবহনে ধূমপানের জরিমানা ৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩০০/- টাকা করা হয়েছে। এমনকি পাবলিক প্লেস ও পরিবহনের মালিক/ ম্যানেজারগণ তাদের পাবলিক প্লেস ও পরিবহনকে ধূমপানমুক্ত রাখতে না পারলে তার জন্য ৫০০/- টাকা জরিমানার এবং ধূমপানমুক্ত সাইনেজ না থাকলে ১০০০/- টাকা জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে। আইন অনুযায়ী পাবলিক পরিবহনে ধূমপান নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পরিচালিত Global adult Tobacco Survey(GATS) 2017 অনুসারে ২ কোটি ৫০ লÿ (৪৪%) প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ গণপরিবহনে যাতায়াতের সময় পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হন, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে আইন সম্পর্কে সচেতনতা কম, তামাকজাত প্যণ্যের ব্যাপক প্রচারনা, তামাকজাত দ্রব্যের সহজলভ্যতা এবং সর্বপরি আইনের সঠিক ও যথাযথ বাস্তবায়ন তুলনামূলক স্বল্প। উল্লেখ্য, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষনা করেন আগামি ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে ধূমপানমুক্ত দেশ হিসেবে গড়ে তুলবেন।**সংবাদ বিজ্ঞপ্তি**

https://www.narsingditimes.com/lifestyle/health-talk/3793

March-25

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে সড়ক পরিবহনে নিয়মিত ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালিত হবে- বিআরটিএ

প্রকাশিতঃ ৭:৩৫ অপরাহ্ণ, মার্চ ২৫, ২০১৯

বার্তা পরিবেশক : পাবলিক পরিবহনে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) ও ঢাকা আহছানিয়া মিশন এর যৌথ উদ্যোগে আজ ২৫ মার্চ ২০১৯, সোমবার বেলা ১১.৩০মিনিট বিআরটিএর সদর কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিআরটিএ'র চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব) মোঃ মশিয়ার রহমান, তিনি বলেন, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বা¯Íবায়নে নিয়মিত ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালিত হবে সড়ক পরিবহনে । তিনি আরো বলেন এর আগে আগামী দু'মাসের মধ্যে সকল সড়ক পরিবহনে ধূমপান মুক্ত সাইনেজ প্রদর্শনের নির্দেশ প্রদান করা হবে। সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিচালক (প্রশিক্ষণ) মো: সিরাজুল ইসলাম, আরোও উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাবেক অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ রুহুল কুদ্দুস, ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস-এর গ্র্যান্ড'স ম্যানেজার আব্দুস সালাম মিঞাঁ এবং ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের প্রধান ইকবাল মাসুদ। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা আহছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক ও তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের সমন্বয়কারী মো: মোখলেছুর রহমান। সারা বিশ্বে সমন্বিতভাবে তামাক নিয়ন্ত্রণ ও তামাকের ব্যবহার কমিয়ে আনার লক্ষে ২০০৩ সালে Framework convention on Tobacco control(FCTC) চুক্তি অনুমোদিত হয়। বাংলাদেশ এই চুক্তির স্বাÿরকারী দেশ এবং এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ২০০৫ সালে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন প্রণয়ন করে ও ২০১৩ সালে উক্ত আইনের বিভিন্ন দূর্বল দিক বিবেচনায় নিয়ে তা সংশোধন করে। সংশোধিত আইনে পাবলিক প্লেসে ও পরিবহনে ধূমপানের জরিমানা ৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩০০/- টাকা করা হয়েছে। এমনকি পাবলিক প্লেস ও পরিবহনের মালিক/ ম্যানেজারগণ তাদের পাবলিক প্লেস ও পরিবহনকে ধূমপানমুক্ত রাখতে না পারলে তার জন্য ৫০০/- টাকা জরিমানার এবং ধূমপানমুক্ত সাইনেজ না থাকলে ১০০০/- টাকা জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে। আইন অনুযায়ী পাবলিক পরিবহনে ধূমপান নিষিদ্ধ হওয়া সত্তে¡ও বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পরিচালিত Global adult Tobacco Survey(GATS) 2017 অনুসারে ২ কোটি ৫০ লÿ (৪৪%) প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ গণপরিবহনে যাতায়াতের সময় পরোÿ ধূমপানের শিকার হন, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে আইন সম্পর্কে সচেতনতা কম, তামাকজাত প্যণ্যের ব্যাপক প্রচারনা, তামাকজাত দ্রব্যের সহজলভ্যতা এবং সর্বপরি আইনের সঠিক ও যথাযথ বা¯Íবায়ন তুলনামূলক স্বল্প। উলেøখ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষনা করেন আগামি ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে ধূমপানমুক্ত দেশ হিসেবে গড়ে তুলবেন।

আপনার মন্তব্য লিখুন...
https://teknaftoday.com/2019/03/25/তামাক-নিয়ন্ত্রণ-আইন-বাস/

NewsBengali24.com A Concern of Amit Group

March-26

গণপরিবহনে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার সিদ্ধান্ত

এনবি নিউজ : গণপরিবহনে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)। সোমবার বনানীতে বিআরটিএ কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সঙ্গে এক যৌথ সভার আলাচনায় প্রতি বছর প্রায় আড়াই কোটি মানুষ গণপরিবহনে পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হচ্ছেন- এমন তথ্য পাওয়ার পর এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ওই সভায় গ্লোবাল অ্যাডাল্ট টোব্যাকো সার্ভের (গেটস) প্রতিবেদনের ভিত্তিতে গণপরিবহনে ধূমপানের একটি চিত্র তুলে ধরা হয়। পরে বিআরটিএ-এর চেয়ারম্যান মো. মশিয়ার রহমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে গণপরিবহনে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার সিদ্ধান্ত জানান। ২০১৭ সালে প্রকাশিত গেটসের ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশে ‘পাবলিক প্লেসে’ ধূমপান নিষিদ্ধ হওয়ার পরও প্রতিবছর গণপরিবহনে যাতায়াতের সময় প্রায় আড়াই কোটি মানুষ পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হচ্ছেন। বর্তমান আইন অনুযায়ী, ‘পাবলিক প্লেসে’ ও ‘পাবলিক পরিবহনে’ ধূমপানের জরিমানা ৩০০ টাকা। পাবলিক প্লেস ও পরিবহন ধূমপানমুক্ত রাখতে না পারলে মালিক বা ব্যবস্থাপকদের জরিমানা হবে ৫০০ টাকা। আর ‘পাবলিক প্লেস’ বা ‘পাবলিক পরিবহনে’ ধূমপানমুক্ত এলাকার সাইন বা সতর্কবার্তা দেওয়া না থাকলে জরিমানা হবে এক হাজার টাকা। বিআরটিএ চেয়ারম্যান বলেন, অভিযান শুরুর আগে সচেতনতার অংশ হিসাবে ধূমপানের ক্ষতিকর দিক তুলে ধরে আগামী দুই মাসের মধ্যে পরিবহনে সতর্কবার্তা দেখানোর ব্যবস্থা করা হবে। বিআরটিএ-এর পরিচালক (প্রশিক্ষণ) মো. সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে এই যৌথসভায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাবেক অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ রুহুল কুদ্দুস, ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস-এর গ্র্যান্ডস ম্যানেজার আব্দুস সালাম মিঞাঁ, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের প্রধান ইকবাল মাসুদসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক ও তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের সমন্বয়কারী মো. মোখলেছুর রহমান সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।
২৫ মার্চ সোমবার ২০১৯

https://newsbengali24.com/গণপরিবহনে-ভ্রাম্যমাণ-আদ/